ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৩ এপ্রিল ২০১৫)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল ঘোষণার পর পরই আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করে এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। এই আহ্বান থেকে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রার্থী, সচেতন নাগরিক এবং ভোটার কেউই বাদ ছিলেন না। নির্বাচনী আইন, নির্বাচন বিধিমালা ও আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বানটি সকলের জন্য ছিলো একটি সাধারণ আহ্বান। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান ছিল কঠোরতা প্রদর্শনের। কিন্তু আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, আমাদের আহ্বান অনেকের কাছেই গুরুত্ব পায়নি। ফলে যাচ্ছেতাইভাবে আচরণবিধি, আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে এসব ক্ষেত্রে কঠোর হতে দেখা যাচ্ছে না।

উদাহরণস্বরূপ, ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখের সংবাদ সম্মেলনে আমরা রাজনৈতিক দলের প্রতি এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছিলাম, আইনগতভাবে নির্দলীয় এই নির্বাচনে তারা যেন দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা কোন প্রার্থীকে সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল থেকে একদিকে যেমন প্রার্থীকে সমর্থন দেয়া বা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, অপরদিকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্যও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোন দল থেকে প্রার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চিঠিতে আগাম স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হয়েছে। বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী বিধিবিধানের লঙ্ঘন। স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০-এ বলা হয়েছে: ধারা ৭৩। *অবৈধ প্রভাব বিস্তার ও শাস্তি।-(১) কোন ব্যক্তি অবৈধ প্রভাব বিস্তারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি- (ক) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে, তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে- (অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন; (আ) কোন আঘাত, ক্ষতি, সম্মানহানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেন*; ....ইত্যাদি। ৭৩ এর (২) ধারায় বলা হয়েছে ''*কোন ব্যক্তি উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কার্যকলাপের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন*।"

আইনে যে বিষয়গুলোকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলা হয়েছে, তা অবাধে করেছেন কোনো কোনো রাজনৈতিক দল। শুধুমাত্র দলীয়ভাবে সমর্থন দান বা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টিই নয়, ইতিমধ্যেই মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ, গাড়িবহর নিয়ে মিছিল, মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা, শত-সহস্র মানুষ নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল, মিছিল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আচরণবিধি ভঙ্গের নমুনা আমরা দেখেছি, যা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশকে বিঘ্নিত করতে পারে। তাই নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমাদের আহ্বান শুধুমাত্র দায়সারাগোছের কারণ দর্শানোর নোটিশ বা জরিমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রয়োজনে আচরণবিধিসহ আইন ও বিধি-বিধান ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং সকল প্রার্থীর জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করে, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, অর্থবহ নির্বাচন উপহার দিন। আর একটা কথা আমদের মনে রাখতে হবে, যে সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা রাজনৈতিক সহিংসতাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয়, তবে আবারও হয়তো আমরা অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো, যা কারোই কাম্য নয়।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। আমরা জানি যে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ২১ জন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৪৯৪ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ১৩৫ জন; সর্বমোট ৬৫০ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত লড়াইয়ে মেয়র পদে ১৬ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২৭৭ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৮৯ জন; সর্বমোট ৩৮২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে মেয়র পদে ২৬ জন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৬৩২ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ১৫৩ জন; সর্বমোট ৮১১ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত লড়াইয়ে মেয়র পদে ২০ জন, সাধারণ আসনে কাউন্সিলর পদে ৩৮৭ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৯৫ জন; সর্বমোট ৫০২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গত ১২ এপ্রিল তারিখে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৬ জন মেয়র ২৭৫ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর; সর্বমোট ৩৭২ জন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২০ জন মেয়র ৩৭৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর; সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন এবং নিজ নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকল পদের প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। একইসঙ্গে ভোটাররা যাতে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশনের সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত যে, **'সুজন'**-এর অনমনীয় প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত ভোটারদের এ অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নিম্নে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র, সাধারণ আসনে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের (মহিলা) কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্যসমূহ তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১.১ ঢাকা উত্তর

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	২ ১২.৫%	০ ০%	০ ০%	৭ ৪৩.৭৫%	৭ ৪৩.৭৫%	০ ০%	১৬ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৩৩ ৪৮.৩৬%	৩৪ ১২.৩৬%	৩১ ১১.২৭%	৪৪ ১৬%	২৭ ৯.৮২%	৬ ২.১৮%	২৭৫ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৩৯ ৪৮.১৫%	১৩ ১৬.০৫%	৯ ১১.১১%	৮ ৯.৮৮%	৯ ১১.১১%	৩ ৩.৭%	৮১ ১০০%	
সর্বমোট	১৭৪ ৪৬.৭৭%	৪৭ ১২.৬৩%	৪০ ১০.৭৫%	৫৯ ১৫.৮৬%	৪৩ ১১.৫৫%	৯ ২.৪১%	৩৭২ ১০০%	

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৭ জনের (৪৩.৭৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও ৭ জনের (৪৩.৭৫%) স্নাতক। ২ জন (১২.৫%) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বশিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন কাজী মোঃ শহীদুল্লাহ (স্বশিক্ষিত) ও বাহাউদ্দিন আহমেদ (অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন)।
- ঢাকা উত্তরের ৩৬টি ওয়ার্ডের ২৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশ প্রার্থীর (১৬৭ জন বা ৬০.৭২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। শুধুমাত্র এসএসসি'র নিচেই ১৩৩ জন (৪৮.৩৬%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭১ জন (২৫.৮১%)।
- ঢাকা উত্তরের ১২টি ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৮১ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের (৫২ জন বা ৬৪.১৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে; এর মধ্যে এসএসসি'র নিচেই ৩৯ জন (৪৮.১৪%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৭ জন (২০.৯৮%)।
- ঢাকা উত্তরের সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের (২২১ জন বা ৫৯.৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। শুধুমাত্র এসএসসি'র নিচে ১৭৪ জন (৪৬.৭৭%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১০২ জন (২৭.৪১%)।

১.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৬ ৩০%	২ ১০%	৩ ১৫%	৪ ২০%	৫ ২৫%	০ ০%	২০ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৯৬ ৫২.৫৫%	৫৪ ১৪.৪৮%	৫০ ১৩.৪%	৩৯ ১০.৪৬%	৩২ ৮.৫৮%	২ ০.৫৪%	৩৭৩ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫৪ ৫৯.৩৪%	১১ ১২.০৯%	৯ ৯.৮৯%	৯ ৯.৮৯%	৭ ৭.৬৯%	১ ১.০৯%	৯১ ১০০%	
সর্বমোট	২৫৬ ৫২.৮৯%	৬৭ ১৩.৮৪%	৬২ ১২.৮০%	৫২ ১০.৭৪%	৪৪ ৯.০৯%	৩ ০.৬১%	৪৮৪ ১০০%	

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (২৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও ৪ জনের (২০%) স্নাতক। তবে ৫ জন (২৫%) প্রার্থী স্বশিক্ষিত ও ১ জন অষ্টম শ্রেণি বলে উল্লেখ করেছেন।
- ঢাকা দক্ষিণের ৫৭টি ওয়ার্ডের ৩৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশ প্রার্থীর (২৫০ জন বা ৬৭.০২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে; এর মধ্যে এসএসসি'র নিচেই ১৯৬ জন (৫২.৫৪%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭১ জন (১৯.০৩%)।
- ঢাকা দক্ষিণের ১৯টি ওয়ার্ডের ৯১ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর মধ্যে অধিকাংশ প্রার্থীর (৬৫ জন বা ৭১.৪২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে; এর মধ্যে শুধুমাত্র এসএসসি'র নিচে ৫৪ জন (৫৯.৩৪%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৬ জন (১৭.৫৮%)।
- ঢাকা দক্ষিণের সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের (৩২৩ জন বা ৬৬.৭৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে; এর মধ্যে এসএসসি'র নিচে ২৫৬ জন (৫২.৮৯%)। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৯৬ জন (১৯.৮৩%)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

২.১ ঢাকা উত্তর

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৯ ৫৬.২৫%	৩ ১৮.৭৫%	০ ০%	০ ০%	৪ ২৫%	০ ০%	১৬ ১০০%	
কাউন্সিলর	১০ ৩.৬৪%	২১২ ৭৭.০৯%	১৬ ৫.৮২%	২ ০.৭৩%	৩ ১.০৯%	১২ ৪.৩৬%	২০ ৭.২৭%	২৭৫ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২ ২.৪৭%	২৯ ৩৫.৮%	৩ ৩.৭%	৪ ৪.৯৪%	৩০ ৩৭.০৪%	১১ ১৩.৫৮%	২ ২.৪৭%	৮১ ১০০%	
সর্বমোট	১২ ৩.২২%	২৫০ ৬৭.২০%	২২ ৫.৯১%	৬ ১.৬১%	৩৩ ৮.৮৭%	২০ ৭.২৫%	২২ ৫.৯১%	৩৭২ ১০০%	

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৯ জনই (৫৬.২৫%) ব্যবসায়ী। পেশা হিসেবে ৩ জন (১৮.৭৫%) চাকরি বলে উল্লেখ করেছেন। বাকি ৪ জনের (২৫%) মধ্যে আবদুল্লাহ আল ক্বাফী সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী, কাজী মোঃ শহীদুল্লাহ সমাজকর্মী, চৌধুরী ইরাদ আম্মদ সিদ্দিকী লেখক ও গবেষক এবং মোঃ সামছুল আলম চৌধুরী কবি ও সাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছেন।
- ২৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর দুই তৃতীয়াংশেরও অধিকের (২১২ জন বা ৭৭.০৯%) পেশা ব্যবসা। ২০ জন (৭.২৭%) তাদের পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩০ জন বা ৩৭.০৪%) গৃহিণী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৯ বা ৩৫.৮%) ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই এলাকার সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫০ জনই (৬৭.২০%) ব্যবসায়ী।

২.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	১৪ ৭০%	২ ১০%	১ ৫%	০ ০%	২ ১০%	১ ৫%	২০ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৬ ৪.২৯%	২৯৯ ৮০.১৬%	১১ ২.৯৫%	৫ ১.৩৪%	৩ ০.৮%	২০ ৫.৩৬%	১৯ ৫.০৯%	৩৭৩ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২ ২.২%	৩২ ৩৫.১৬%	৫ ৫.৪৯%	৪ ৪.৪%	৩২ ৩৫.১৬%	১৪ ১৫.৩৮%	২ ২.২%	৯১ ১০০%	
সর্বমোট	১৮ ৩.৭১%	৩৪৫ ৭১.২৮%	১৮ ৩.৭১%	১০ ২.০৬%	৩৫ ৭.২৩%	৩৬ ৭.৪৩%	২২ ৪.৫৪%	৪৮৪ ১০০%	

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জনই (৭০%) ব্যবসায়ী। একজন পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- ৩৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগের (৩১৫ জন বা ৮৪.৪৫%) পেশাই ব্যবসা। ১৯ জন (৫.০৯%) তাঁদের পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩২ জন (৩৫.১৬%) গৃহিনী এবং ৩২ জন (৩৫.১৬%) ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই এলাকার সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৪৫ জনই (৭১.২৮%) ব্যবসায়ী।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

৩.১ ঢাকা উত্তর

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১ ৬.২৫%	২ ১২.৫%	১ ৬.২৫%	১ ৬.২৫%	১ ৬.২৫%	১ ৬.২৫%	১৬ ১০০%	
কাউন্সিলর	৬৫ ২৩.৬৩%	৪২ ১৫.২৭%	১২ ৪.৩৬%	১১ ৪%	১৩ ৪.৭২%	০ ০%	২৭৫ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৭ ৮.৬৪%	২ ২.৪৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮১ ১০০%	
সর্বমোট	৭৩ ১৯.৬২%	৪৬ ১২.৩৬%	১৩ ৩.৪৯%	১২ ৩.২২%	১৪ ৩.৭৬%	১ ০.২৬%	৩৭২ ১০০%	

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে জনাব বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে ৩০২ ও ৩৪ ধারায় মামলা আছে বা ছিল। চৌধুরী ইরাদ আম্মদ সিদ্দিকী বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অতীতে একটি মামলা ছিল। বাকী ১৪ জনের (৮৭.৫%) অতীতে কোন মামলা নেই বা ছিল না। বিশ্লেষণ থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফৌজদারি মামলার দিক থেকে বিবেচনা করলে অপরাধ কর্মের অভিযুক্ত প্রার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য।
- ২৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জনের (২৩.৬৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪২ জনের (১৫.২৭%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৩ জনের (৪.৭২%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১২ জনের (৪.৩৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১১ জনের বিরুদ্ধে (৪%) মামলা আছে বা ছিল।
- সর্বমোট ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৭ জনের (৮.৬৪%) বর্তমানে এবং মাত্র ২ জনের (২.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল।
- ঢাকা উত্তরের সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৩ জনের (১৯.৬২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৬ জনের (১২.৩৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৪ জনের (৩.৭৬%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১৩ জনের (৩.৪৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে (৩.২২%) মামলা আছে বা ছিল। শুধুমাত্র ১জন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীত ও বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল ও আছে।

৩.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	৩ ১৫%)	৭ ৩৫%)	১ (৫%)	২ (১০%)	৩ (১৫%)	১ (৫%)	২০ ১০০%	
কাউন্সিলর	৯০ ২৪.১২%	৫৮ ১৫.৫৪%	২০ ৫.৩৬%	২০ ৫.৩৬%	১৭ ৪.৫৫%	৫ ১.৩৪%	৩৭৩ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৬ ৬.৫৯%	১ ১.০৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯১ ১০০%	
সর্বমোট	৯৯ ২০.৪৫%	৬৬ ১৩.৬৩%	২১ ৪.৩৩%	২২ ৪.৫৪%	২০ ৪.১৩%	৬ ১.২৩%	৪৮৪ ১০০%	

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (১৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭ জনের (৩৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩ জনের (১৫%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের (১০%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- ৩৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৯০ জনের (২৪.১২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫৮ জনের (১৫.৫৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৭ জনের (৪.৫৫%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২০ জনের (৫.৩৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২০ জনের বিরুদ্ধে (৫.৩৬%) অতীতে এবং ৫ জনের (১.৩৪%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের (৬.৫৯%) বর্তমানে এবং মাত্র ১ জনের (১.০৯%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল।

- ঢাকা দক্ষিণের সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯৯ জনের (২০.৪৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৬৬ জনের (১৩.৬৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২০ জনের (৪.১৩%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২১ জনের (৪.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২২ জনের বিরুদ্ধে (৪.৫৪%) অতীতে এবং ৬ জনের (৬.২৩%) বিরুদ্ধে মামলা আছে বা ছিল।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

৪.১ ঢাকা উত্তর

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৫ ৩১.২৫%	৭ ৪৩.৭৫%	১ ৬.২৫%	০ ০%	২ ১২.৫%	১ ৬.২৫%	১৬ ১০০%	
কাউন্সিলর	৪০ ১৪.৫৫%	১১৫ ৪১.৮২%	৭২ ২৬.১৮%	১২ ৪.৩৬%	৪ ১.৪৫%	১ ০.৩৬%	৩১ ১১.২৭%	২৭৫ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৭ ২০.৯৯%	৩১ ৩৮.২৭%	৭ ৮.৬৪%	২ ২.৪৭%	১ ১.২৩%	০ ০%	২৩ ২৮.৪%	৮১ ১০০%	
সর্বমোট	৫৭ ১৫.৩২%	১৫১ ৪০.৫৯%	৮৬ ২৩.১১%	১৫ ৪.০৩%	৫ ১.৩৪%	৩ ০.৮০%	৫৫ ১৪.৭৮%	৩৭২ ১০০%	

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে আয় করেন ৫ জন (৩১.২৫%), ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ৭ জন (৪৩.৭৫%), ২৫ লক্ষ টাকার উপর আয় করেন ১ জন (৬.২৫%)। বছরে কোটি টাকা উপর আয় করেন ২ জন। তাঁরা হলেন জনাব আনিসুল হক (২,১২,২৫,৪২৮.০০ টাকা) এবং জনাব তাবিথ আউয়াল (১,৬০,৩৮,১৬৪.০০ টাকা)।
- ২৭৫ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (১৫৫ জন বা ৫৬.৩৬%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন মাত্র একজন প্রার্থী।
- ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যেও অধিকাংশের (৪৮ জন বা ৫৯.২৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার নিচে।
- ঢাকা উত্তরের সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০৮ জনের (৫৫.৯১%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। ২ জন মেয়র ও ১ জন প্রার্থী বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন।

৪.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	৪ ২০%	৭ ৩৫%	৫ ২৫%	১ ৫%	০ ০%	২ ১০%	১ ৫%	২০ ১০০%	
কাউন্সিলর	৬৩ ১৬.৮৯%	১৮৩ ৪৯.০৬%	৯২ ২৪.৬৬%	৬ ১.৬১%	২ ০.৫৪%	৫ ১.৩৪%	২২ ৫.৯%	৩৭৩ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৮ ১৯.৭৮%	৩৯ ৪২.৮৬%	৯ ৯.৮৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৫ ২৭.৪৭%	৯১ ১০০%	
সর্বমোট	৮৫ ১৭.৫৬%	২২৯ ৪৭.৩১%	১০৬ ২১.৯০%	৭ ১.৪৪%	২ ০.৪১%	৭ ১.৪৪%	৪৮ ৯.৯১%	৪৮৪ ১০০%	

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১১ জন বা ৫৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। কোটি টাকার উপর আয়কারী ২ জন প্রার্থী হচ্ছেন জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (৭,৮৪,৩৮,৯৮০.০০ টাকা) এবং মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন (১,৭৪,৬৮,৬৮৭.০০ টাকা)।
- ৩৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (২৪৬ জন বা ৬৫.৯৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ৫ জন (১.৩৪%) প্রার্থী।
- ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যেও অধিকাংশের (৫৭ জন বা ৬২.৬৩%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ঢাকা দক্ষিণের ৪৮৪ প্রার্থীর মধ্যে ৩১৪ জনের (৬৪.৮৭%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। সর্বমোট ৭ জন (১.৪৪%) প্রার্থী বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫.১ ঢাকা উত্তর

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	২ ১২.৫%	৬ ৩৭.৫%	৩ ১৮.৭৫%	৩ ১৮.৭৫%	২ (১২.৫%)	০ ০%	০ ০%	১৬ ১০০%	
কাউন্সিলর	১০৬ ৩৯.৮৫%	১০৪ ৩৯.১%	১৯ ৭.১৪%	১৯ ৭.১৪%	১৭ (৬.৩৯%)	১ ০.৩৮%	৯ ৩.২৭%	২৭৫ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৪৭.৩৭%	৩১ ৪০.৭৯%	৩ ৩.৯৫%	২ ২.৬৩%	৪ (৫.২৬%)	০ ০%	৫ ৬.১৭%	৮১ ১০০%	
সর্বমোট	১৪৪ ৩৮.৭০%	১৪১ ৩৭.৯০%	২৫ ৬.৭২%	২৪ ৬.৪৫%	২৩ ৬.১৮%	১ ০.২৬%	১৪ ৩.৭৬%	৩৭২ ১০০%	

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৮ জনের (৫০%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি আছেন ২ জন (১২.৫%)। তারা হচ্ছেন জনাব আনিসুল হক (৩৫,১৯,৯১,৮২০.০০ টাকা) ও জনাব তাবিথ আওয়াল (৩৩,৯৭,৮১,১০৪.০০ টাকা)।
- ২৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২১০ জনের (৭৬.৩৬%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর সংখ্যা ১৮ জন (৪.৮২%)। ৫ কোটি টাকার উপরে সম্পদ রয়েছে একজনের।
- ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৬৭ জনের (৮২.৭১%) আয় বছরে ২৫ লক্ষ টাকার কম। ৪ জন প্রার্থীর কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৪৫ জনের (৬৫.৮৬%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম হলেও কোটিপতি রয়েছেন মোট ২৪ জন (৬.৪৫%)।

৫.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৮ ৪০%	৫ ২৫%	০ ০%	১ ৫%	৩ ১৫%	৩ ১৫%	০ ০%	২০ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৬৬ ৪৫.৯৮%	১১২ ৩১.০২%	২৮ ৭.৭৬%	৩৭ ১০.২৫%	১৬ ৪.৪৩%	২ ০.৫৫%	১২ ৩.২২%	৩৭৩ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫৬ ৬১.৫৪%	৩০ ৩২.৯৭%	৪ ৪.৪%	০ ০%	১ ১.১%	০ ০%	০ ০%	৯১ ১০০%	
সর্বমোট	২৩০ ৪৭.৫২%	১৪৭ ৩০.৩৭%	৩২ ৬.৬১%	৩৮ ৭.৮৫%	২০ ৪.১৩%	৫ ১.০৩%	১২ ২.৪৭%	৪৮৪ ১০০%	

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১৩ জনের (৬৫%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার নিচে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি আছেন ৬ জন (৩০%)। কোটিপতিদের মধ্যে ১০ কোটি টাকারও অধিক সম্পদের মালিক আছেন ৩ জন; তারা হচ্ছেন জনাব মীর্জা আব্বাস হোসেন (১১৪,০৬,০৮,০৫৯ টাকা), জনাব সাইদ খোকন (৫০,৯৬,৫০,০১৩.০০ টাকা) এবং জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ (১২,২২,৪০,৬৭১.০০ টাকা)।
- ৩৭৩ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৭৮ জনের (৭৪.৫৩%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি কাউন্সিলর প্রার্থীর সংখ্যা মোট ১৮ জন (৪.৮২%)। ৫ কোটি টাকার উপরে সম্পদ রয়েছে ২ জনের।
- ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮৬ জনেরই (৯৪.৫০%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১ জনের সম্পদ রয়েছে কোটি টাকার উপরে।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭৭ জনের (৭৭.৮৯%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম হলেও কোটিপতি রয়েছেন মোট ২৫ জন (৫.১৬%)।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৬.১ ঢাকা উত্তর

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ৩৩.৩৩%	০ ০%	০ ০%	২ ৬৬.৬৭%	১৬ ১০০%	৩ ১৮.৭৫%
কাউন্সিলর	৫ ১৮.৫২%	৪ ১৪.৮১%	১০ ৩৭.০৩%	৫ ১৮.৫১%	২ ৭.৪০%	১ ৩.৭০%	২৭৫ ১০০%	২৭ ৯.৮১%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ৫০%	১ ৫০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮১ ১০০%	২ ২.৪৬%
সর্বমোট	৬ ১৮.৭৫%	৫ ১৫.৬২%	১১ ৩৪.৩৭%	৫ ১৫.৬২%	২ ৬.২৫%	৩ ৯.৩৭%	৩৭২ ১০০%	৩২ ৮.৬০%

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩ জন (১৮.৭৫%) ঋণ গ্রহীতা। এই সংখ্যা সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে যথাক্রমে ২৭ (৯.৮১%) ও ২ জন (২.৪৬%)। সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা মাত্র ৩২ জন (৮.৬০%)।
- সকল প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (১.০৩%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে।
- মেয়র প্রার্থী আনিসুল হকের দায়-দেনা রয়েছে ৫,২৯,৪৭,৮৯৭.০০ টাকা। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর ঋণের পরিমাণ ১৬৬,৬৫,৫৫,০০০.০০ টাকা। জনাব তাবিথ আউয়ালের দায়-দেনা রয়েছে ১,৪১,৩৫,৩৫২.০০ টাকা। তাঁর নিজস্ব ঋণের রয়েছে ১, ২০,০০,০০০.০০ টাকা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে ১৭৩,২৪,৫৫,০০০.০০ টাকা।
- জনাব আনিসুল হক এবং জনাব তাবিথ আউয়ালের ব্যক্তিগত ও কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে গৃহীত ঋণের পরিমাণ সম্পদের তুলনায় অনেক বেশি।

৬.১ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ১০০%	২০ ১০০%	২ ১৮.৭৫%
কাউন্সিলর	৬ ১৬.৬৭%	১২ ৩৩.৩৩%	৪ ২২.২২%	৫ ১৩.৮৯%	৫ ১৩.৮৯%	০ ০%	৩৭৩ ১০০%	৩৬ ৯.৬৫%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ৫০%	১ ৫০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯১ ১০০%	২ ২.১৯%
সর্বমোট	৭ ১৭.৫%	১৩ ৩২.৫%	৪ ১০%	৫ ১২.৫%	৫ ১২.৫%	২ ৫%	৪৮৪ ১০০%	৪০ ৮.২৬%

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২ জন (১০%) ঋণ গ্রহীতা। তাঁরা হচ্ছেন জনাব শহীদুল ইসলাম (১৬,৭০,৬২,১৬৪.০০টাকা) এবং জনাব গোলাম মাওলা রনি (৫,৯৬,৪২,৫৩৪.০০ টাকা)।
- সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ঋণ গ্রহণের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬ (৯.৬৫%) ও ২ জন (২.১৯%)। সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা মাত্র ৪০ জন (৮.৬০%)।

- সকল প্রার্থীর মধ্যে ৭ জন (১.৪৪%) কোটি টাকার উপরে ঋণ গ্রহণ করেছেন।
- জনাব শহীদুল ইসলামের ঋণের পরিমাণ ১৬,৭০,৬২,১৬৪.০০ টাকা হলেও সম্পদের পরিমাণ ২,৬১,৬৯,৬৩৭.০০ টাকা। একইভাবে জনাব গোলাম মাওলা রনির ঋণের পরিমাণ ৫,৯৬,৪২,৫৩৪.০০ টাকা হলেও সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১,৬৫,০০০.০০ টাকা। দু'জনের ক্ষেত্রেই সম্পদের চেয়ে ঋণ বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

৭.১ ঢাকা উত্তর

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	৮ ৬১.৫৪%	১ ৭.৬৯%	১ ৭.৬৯%	০ ০%	১ ৭.৬৯%	০ ০%	৩ ২১.৪২%	১৬ ১০০%	১৪ ৮৭.৫%
কাউন্সিলর	১৩৪ ৬৬.৩৪%	১১ ৫.৪৫%	২৭ ১৩.৩৭%	৯ ৪.৪৬%	১৩ ৬.৪৪%	৩ ১.৪৯%	৫ ২.৪৮%	২৭৫ ১০০%	২০২ ৭৩.৪৫%
মহিলা কাউন্সিলর	৪১ ৯৩.১৮%	১ ২.২৭%	২ ৪.৫৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮১ ১০০%	৪৪ ৫৪.৩২%
সর্বমোট	১৮৩ ৪৯.১৯%	১৩ ৩.৪৯%	৩০ ৮.০৬%	৯ ২.৪১%	১৪ ৩.৭৬%	৩ ০.৮০%	৮ ৩.০৮%	৩৭২ ১০০%	২৫৯ ৬৯.৬২%

- ঢাকা উত্তরের ১৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১৪ জন (৮৭.৫%) করদাতা। কর প্রদানকারী ১৪ জনের মধ্যে ৮ জনই (৫৭.১৪%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকার কম। ৪ জন (২৮.৫৭%) মেয়র প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন। তাঁরা হচ্ছেন জনাব তাবিথ আউয়াল (২৫,২২,৯০৪.০০ টাকা), জনাব আনিসুল হক (২১,৩৭,০৭৫.০০ টাকা), আবদুল্লাহ আল ক্বাফী (১০,২৯,৩১১.০০টাকা) এবং মোঃ জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি (১,২৩,৮৫৬.০০ টাকা)।
- ২৭৫ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও ৮১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে করদাতার হার যথাক্রমে ৭৩.৪৫% (২০২ জন) ও ৫৪.৩২% (৪৪ জন)। সর্বমোট ৩৭২ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৬৯.৬২% (২৫৯ জন)।
- করদাতাদের মধ্যে ৩ জন মেয়র প্রার্থী ও ৫ জন্য সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী ১০ লক্ষ টাকার উপর কর প্রদান করেন।
- কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দেওয়ায় কর প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা নিরুপণ করা সঠিক হলো না।

৭.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	১০ ৫২.৬৩%	২ ১০.৫৩%	২ ১০.৫৩%	১ ৫.২৬%	২ ১০.৫২%	০ ০%	২ ১০.৫৩%	২০ ১০০%	১৯ ৯৫%
কাউন্সিলর	১৪৫ ৬৫.৯১%	১২ ৫.৪৫%	৩৩ ১৫%	১১ ৫%	১৫ ৬.৮২%	০ ০%	৪ ১.৮২%	৩৭৩ ১০০%	২২০ ৫৮.৯৮%
মহিলা কাউন্সিলর	৪৩ ৮৯.৫৮%	৪৮.৩৩%)	১ ২.০৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯১ ১০০%	৪৮ ৫২.৭৪%
সর্বমোট	১৯৮ ৪০.৯০%	১৮ ৩.৭১%	৩৬ ৭.৪৩%	১২ ২.৪৭%	১৭ ৫.৯২%	০%	৬ ১.২৩%	৪৮৪ ১০০%	২৮৭ ৫৯.২৯%

- ঢাকা দক্ষিণের ২০ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনই (৯৫%) করদাতা। কর প্রদানকারী ১৯ জনের মধ্যে ১০ জনই (৫২.৬৩%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী মেয়র প্রার্থীগণ হচ্ছেন, জনাব মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (২,৭০,৬১,৬৫৬.০০ টাকা), মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন (৫৪,৬৪,৭৩৪.০০ টাকা), মোহাম্মদ সাইদ খোকন (১০,১০,৫০০.০০ টাকা), মোঃ গোলাম মাওলা রনি (৩,৯৬০০০.০০ টাকা) এবং জনাব শহীদুল ইসলাম (৩,০৯,২৬৫.০০ টাকা)।
- ৩৭৩ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও ৯১ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে করদাতার হার যথাক্রমে ৫৮.৯৮% (২২০ জন) ও ৫২.৭৪% (৪৮ জন)। সর্বমোট ৪৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ৫৯.২৯% (২৮৭ জন)।
- কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দেওয়ায় কর প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা নিরুপণ করা সঠিক হলো না।

তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তা হচ্ছে, সকলের জন্য উন্মুক্ত পদসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনীহা। দু'টি সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে কোনো নারী প্রার্থী নেই। ঢাকা উত্তরে সাবেক সংসদ সদস্য সারাহ বেগম কবরী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেন। সাধারণ কাউন্সিল পদের জন্য ঢাকা উত্তরে ২৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী মাত্র ১১ জন (৩.৯৭%) এবং ঢাকা দক্ষিণে ৩৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী ৬ জন (১.৮৯%); সর্বমোট ৬৬৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৭ জন (২.৫৬%) নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তথ্য বিশ্লেষণ ছাড়াও সুজন-এর পক্ষ থেকে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য আমরা বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে আমরা 'জনগণের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ঢাকা দক্ষিণের অনুষ্ঠানটি **আগামী ১৬ এপ্রিল ২০১৫, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩টায়, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-বাংলাদেশ, কাকরাইল** এবং ঢাকা উত্তরের অনুষ্ঠানটি আগামী **১৭ এপ্রিল ২০১৫, শুক্রবার, সকাল ৯টায়, ইম্যানুয়েল'স ব্যাংকুয়েট হল, বাড়ি # ৪, রোড় # ১৩৪, গুলশান-১, ঢাকায়** অনুষ্ঠিত হবে।

  অনুষ্ঠান দু'টি 'সুজন' ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম (নাসফ) যৌথভাবে আয়োজন করবে। অনুষ্ঠানসমূহে মেয়র প্রার্থীগণ তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরবেন এবং ভোটারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

- আমরা বেশ কিছু ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের নিয়েও 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা ১৮ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

- নতুন ভোটাররা যেন জীবনের প্রথম ভোটটি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সুচিন্তিতভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োগ করতে পারে, সেজন্য আমরা তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু মতবিনিময় সভা আয়োজন করছি। ইতোমধ্যেই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নতুন ভোটারদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছি। এই প্রক্রিয়াটি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

- আমরা সকল মেয়র প্রার্থীসহ কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীদের তথ্যসহ প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান সম্বলিত তুলনামূলক চিত্র ও লিফলেট ভোটারদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

- প্রার্থীদের তথ্যসমূহের একত্রীকৃত তথ্য আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) পোস্ট করাসহ ফেসবুক প্রচারণা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

পরিশেষে, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং একটি ভীতিমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি:

- সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করা।
- আচরণবিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রার্থিতা বাতিল করা।
- নির্বাচনে টাকার অবাধ ব্যবহার ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম বন্ধ করা।
- ভোট প্রদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই সেনা মোতায়েন করা।
- প্রার্থীদের কারও বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা থাকলে তা প্রত্যাহার করা এবং জামিনযোগ্য মামলাসমূহের ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া।
- এই নির্বাচনকে সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে যে কোনো ভাবে জয়ের জন্য মরিয়া না হয়ে, প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করা।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।

আমাদের প্রত্যাশা আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রার্থী, সচেতন নাগরিক, ভোটারগণ স্ব স্ব অবস্থান থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন এবং আমরা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবো।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd)। তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:

www.votebd.org